কবিতাবলি

এবার কেন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণ

দেবাঞ্জন সেনগুপ্ত

এবার কেন্দ্র কামারপুকুর
সবার পথকে শ্রদ্ধা দিতে

এবার কেন্দ্র তুমি
শিখুক জন্মভূমি।

এবার কেন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণ
নারী-পুরুষ নির্বিশেষে

অন্ধকারে আলো
গোছাও অগোছালো।

এবার কেন্দ্র পরমহংস
হৃদয়জোড়া আকুতিতে

শেষ পারানির কড়ি
প্রেমের খামার গড়ি।

এবার কেন্দ্রে শক্ত শেকড়
মুক্ত মনেই রাস্তা খুঁজি

অবতারবরিষ্ঠ
কোনটি নীতিনিষ্ঠ।

এবার কেন্দ্র প্রাণের ঠাকুর
মোহ ঘুচে সব মানুষের

সবার আপন লোক
চৈতন্য হোক।

শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি

শৈলেনকুমার দত্ত

খেটো ধুতি, নগ্নপদ, গলাবন্ধ কোট
স্তম্ভেতে সুদৃঢ় রাখা ডান হাত!

ওটা তবু বোঝা যায়
কিন্তু তাঁর বাম হাত?
অমর্ত্য মূর্ছনা—
ও হাতে যে কী রহস্য
ভাবতে ভাবতে জীবন চলে যাবে!

সত্যের রং

অজয়কুমার ভট্টাচার্য

সত্য মানে দুধসাদা, ময়লা ধূসর নয়কো সে
সত্য মানে সহজভাব, জগৎ সহজ তাই হাসে
সা যদি দেয় সাতটি সুর, সাদাও সাজায় সাতটি রং
সবুজ রংটি নিয়ে জগৎ জানায় সেও সুন্দরম্
সত্য মানে সবকিছুই—কোলছাড়া তার নয়কো কেউ
খল-ছল তার ওপর ওপর, খেলে বেড়ায় যেমন ঢেউ
সে সত্যেরই আর এক রূপ ত্রিকালজয়ী রাজা রাম
জগতজোড়া হৃদয় নিয়ে দূর্বাদলঘনশ্যাম।
সবুজ রংকে ভাঙলে দেখি হলুদ-নীলের সমন্বয়
পীতধড়া মোহনচূড়ার অঙ্গ যে তাই নীলময়
নীলাম্বরী রাধার সাথে একাত্মতায় সেই সবুজ
এ এক খেলা মধুরভাবে বুঝতে গিয়ে মন অবুঝ
পদ্মপাতায় জলের মতন হীরে হয়ে জ্বলছে সে
জ্বলার খেলা সাঙ্গ হলেই বাঁধবে তারে কোন্ পাশে?
সবেই আছে কোথাও নেই, আছে কেবল সেই প্রাণে
হৃদয়জোড়া আসন পেতে ডাকছে যেজন সেই জানে
সত্য এল পদ্মপাতায়, বৃন্তে ত্যাগের হাজার দল
রামও এল কৃষ্ণ এল রামকৃষ্ণে সুমঙ্গল
সবুজ হলুদ নীলের মাঝে রামকৃষ্ণ সে কোনটি?
কখন যে সে কী রং ধরে সে এক গাছের গিরগিটি।
অথবা এক গামলা নিয়ে বসে বসে রং ফলায়
কত রঙের মানুষ আসে রাঙিয়ে নিয়ে ফেরত যায়
এ-দোলখেলার কি শেষ আছে? জন্মেছিলেন ফাল্গুনে
প্রেমের রঙে রাঙল যারা তারা কি আর দিন গোনে?

রামকৃষ্ণঃ শরণম্

ভাগ্যধর হাজারী

ভুবন যখন আঁধারমগন চারপাশে অমানিশা
অনাথ আতুর অন্ধের দল ভুলেছে পথের দিশা,
তোমার কণ্ঠে মাভৈঃ মন্ত্র, ব্যথা হল উপশম—
রামকৃষ্ণঃ শরণম্ সদা রামকৃষ্ণঃ শরণম্।

তুমি সৎ চিৎ আনন্দস্বরূপ তুমি যে অন্তহীন
ঐহিক সুখ ইন্দ্রিয়াতীত সূক্ষ্মতে হল লীন।
তোমার আদর্শ পরমাদর্শ জ্ঞান পায় অক্ষম
রামকৃষ্ণঃ শরণম্ লহ রামকৃষ্ণঃ শরণম্।

শ্রীরামকৃষ্ণ অভয়মন্ত্র জপো জপো বারবার
পতিতপাবন ভবের তারণ—জেনে রেখো এই সার।
আপনার পথে রহ অবিচল, পথ চলো দুর্গম
রামকৃষ্ণঃ শরণম্ সদা রামকৃষ্ণঃ শরণম্।

রাম নাহি জানি, কৃষ্ণও তাই, তুমি যে পরমহংস
তুমিই শ্রীরাম তুমিই কৃষ্ণ, আর্তের অবতংস।
শাশ্বত তুমি, গুণাতীত তুমি, তুমি পুরুষোত্তম
রামকৃষ্ণঃ শরণম্ লহ রামকৃষ্ণঃ শরণম্।

পতিতপাবন তুমি যে সবার জ্ঞানের মুক্তধারা
দুঃখবেদন সহিয়া সহিয়া আর্তেরে দাও সাড়া।
তোমার পরশে উদ্ধার পেল ঘুচায়ে আপন অহং
রামকৃষ্ণঃ শরণম্ সদা রামকৃষ্ণঃ শরণম্।

তুমি কাছে নাই তবু রয়ে যায় তোমার জীবনাদর্শ
স্মরণে মননে শুষ্ক মরুতে জাগাল পরম হর্ষ।
তোমার আশিস সদা মাগি তাই, করো সবে সক্ষম—
রামকৃষ্ণঃ শরণম্ সদা রামকৃষ্ণঃ শরণম্।

সারদাজননী পেয়েছি আমরা তোমার আশীর্বাদে
জগজ্জননী সারদা শারদা প্রাণ ভরে আহ্লাদে।
মাতৃকরুণা ফল্গুর ধারা কামনার হল শম—
রামকৃষ্ণঃ শরণম্ লহ রামকৃষ্ণঃ শরণম্।

বিবেকানন্দ তব কৃপা পেয়ে জগৎ করিল জয়
তোমার কীর্তি তোমার মহিমা করে গেল অক্ষয়।
হিংসা তমসা দূর করো প্রভু তুমি যে নরোত্তম
রামকৃষ্ণঃ শরণম্ সদা রামকৃষ্ণঃ শরণম্।

অন্তর্দৃষ্টি

স্টেলা মুখোপাধ্যায়

কে বলেছে দূরে তুমি?
আছ আমার অন্তরে,
মন চাইলেই তোমায় দেখি
ভালবাসার মন্তরে।

পঞ্চবটীর স্নিগ্ধ ছায়ায়
তোমার নামে মন মজে যায়
অনুভবে সদাই দেখি
আপন মনের মন্দিরে।

তোমায় দেখি বকুলতলায়
সূর্য যখন নামে পাটে,
একলা তুমি দাঁড়িয়ে আছ,
আসবে কি কেউ গঙ্গাঘাটে?

দক্ষিণেশ্বর আলো করে
সবার কথা ভাবছ তুমি,
এই মাটি আজ ধন্য হল
তীর্থ হল পুণ্যভূমি।

কথা ছিল এই ধরাতে
আবার তুমি আসবে ফিরে
উৎসবেতে মাতব সবাই
করব পূজা তোমায় ঘিরে।

ধরণী আজ ঢাকছে ধূলায়
তোমাকে আজ খুব দরকার
প্রাণের ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ,
প্রণাম জানাই বারংবার।

তুমি এসো দয়াল ঠাকুর
দীন দুখিনী কারও ঘরে
শ্রীরামকৃষ্ণ নামের গুণে
সকল আঁধার যাবে সরে।

কৃপাভিক্ষু

তুলসীপ্রসাদ বাগচী

সারাজীবন তোমায় ঠাকুর, ডেকে হলাম সারা,
হয়তো তাতে ফাঁকি ছিল, পেলাম না তাই সাড়া।
ঠাকুর, তাই দিলে না সাড়া?

অহংকারে ভেবেছিলাম এই ধরাটাই সরা—
সকল প্রয়াস তাই তো হল ব্যর্থতাতেই ভরা,
ঠাকুর, দীর্ঘশ্বাসে ভরা!

দিন ফুরোল সন্ধ্যে হল, আসছে কালো রাতি,
একে একে যাচ্ছে চলে দিনের খেলার সাথি।
কাঁটায় ভরা আঁধার পথে কে দেখাবে বাতি?
ঠাকুর, কে দেখাবে বাতি?

শুনেছিলাম মূর্তি তোমার বিশাল বসুন্ধরা,
এই ধরাতে খুঁজলে তোমায় হয়তো দেবে ধরা,
ঠাকুর, ধরায় দেবে ধরা।

তাই তোমাকে খুঁজেছিলাম শহরে প্রান্তরে,
রাজপ্রাসাদে মন্দিরেতে তীর্থে নদীর চরে।
কেবল খুঁজে দেখিনি গো আমার ভাঙা ঘরে,
ঠাকুর, তোমায় হয়নি খোঁজা নিজেরই অন্তরে।

তুমি আমার পাশেই ছিলে নানারকম বেশে,
চিনতে তোমায় পারিনি গো, তাই ঠকেছি শেষে।
হতাশ হয়ে আজ বসেছি পথের প্রান্তে এসে,
ঠাকুর, জীবনপ্রান্তে এসে।

সারাজীবন মার খেয়েছি মায়ার ফাঁদে পড়ে,
নিজেকে তাই ঠকিয়ে গেছি মিথ্যা স্বর্গ গড়ে,
ঠাকুর, ভুলের পাহাড় গড়ে।

তোমায় আমি ধরব, ঠাকুর? তাই কখনও হয়?
অনন্তকে বুঝব আমি? বৃথাই শক্তিক্ষয়,
ঠাকুর, বৃথাই আয়ুক্ষয়!

মুক্তি-টুক্তি চাই না ঠাকুর, ঘুচেছে ভণ্ডামি।
তোমার পায়ে বিলিয়ে দিলাম আমার ক্ষুদ্র 'আমি',
মুক্তিকামী নই আমি আর, শুধুই ভক্তিকামী,
ঠাকুর, শুদ্ধাভক্তিকামী।

প্রভু তোমাকে

গীতা মুখোপাধ্যায়

তোমার নামের সুধার ধারা
পরম পুণ্য প্রেম-মদিরা
পান করে মোর চিত্ত-চাতক
আপন মাঝে আপনি হারা।

আনন্দেরি বান এসেছে
হৃদয়-দুকূল তাই ভেসেছে
কাননে আজ তাই হেসেছে
হাজার ফুলের সমারোহ।

তাহার অধিক আর কী আছে?
হার মেনেছে যাহার কাছে
ভাবের হাটের স্বর্ণকমল
ভরিয়ে দিল আমার স্নেহ।

অমরলোকের সুরধুনী
ভুবনপারের সেই লাবণি
আনল গভীর মধুর বাণী
শেষ কোথা তার কেই বা জানে?

শেষের মাঝে অশেষ আছে
সেই বারতা আমার কাছে
ভরিয়ে দিয়ে প্রাণের দুকূল
হৃদ্‌গগনে শান্তি আনে।

তোমার পায়ে শরণ লব
শেষ কথাটি তোমায় কব
তুমিই আমার সকল সাধ্য-
সাধনারই শেষের বাণী।

আমার সকল অনুভবের
মর্মকথা আর জনমের
তোমার পায়ে বিলিয়ে দিয়ে
শেষ হবে মোর সব কাহিনি।
প্রভু তাইতো আমি যুগে যুগে
আপন বলে তোমায় জানি।

ধ্যানমগ্ন শ্রীরামকৃষ্ণকে

রতন বেরা

আধখোলা আধবোজা চোখে
কী দেখছ তুমি? আমাকে...
না আমার ভিতর বাহির দুই-ই!
শত চেষ্টা করেও মনমুখ
এক হয়নি একবারও
অথচ কত ভণ্ডামি করেও
উতরে গেছি বেমালুম
তুমি হেডমাস্টারি করনি
কান ধরেও টাননি।
স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে
ঘুরে দেখি—তেমনি
গুটিসুটি মেরে আছ বসে
মুখে অমলিন হাসি
দেখছ আবার দেখছও না
আবার দেখছ তো শুধু দেখছ।
বরাভয়ও নেই বরদানও নেই
ধ্যানমুদ্রায় আবদ্ধ দুটি হাত
ছোটাছুটি নেই, অচঞ্চল
নিটোল এক আনন্দে বিভোর তুমি
মহাতাপস মহামানব...

তোমাকেও ঠকানো যায়!
ছিঃ! ধিক্ আমাকে।

সমর্পণ

তারক মুখোপাধ্যায়

তোমার দেওয়া জীবনখানি
তোমার দেওয়া যত—
তাই নিয়ে তো ছিলাম ভুলে
আমি আমার মতো।
আমার বলে ভাবি আমি
যা কিছু মোর সব,
জীবনস্রোতে নদীর মতো
কেবল কলরব।
দুখের ভারে সুখের ভারে
অনেক যে মোর বোঝা
পথিক আমি করছি ভারি
পথটি যে নয় সোজা!
চলতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে
পড়ছি বারে বারে,
পাই না খুঁজে পথের দিশা
কাঁদছি ব্যথার ভারে।
এমন সময় তোমায় দেখি
আলোকবিভার মাঝে,
হাত বাড়িয়ে চাইছ কিছু
এই পথিকের কাছে।
তোমায় আমি কী যে দেব
পাই না ভেবে কূল,
করেছিলাম যতেক জমা
সব যে হল ভুল।
শূন্য যে মোর জমার বোঝা
নেই তো কিছুই আর,
তাইতো আমি আমায় দিলাম
নাও গো আমার ভার।